**বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানে কন্ডোলিৎসা রাইসের ভারতের সাথে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ।**

মার্কিন প্রশাসন কর্তৃক ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশকে "তলা বিহীন ঝুড়ি" আখ্যায়িত করে এবং পরবর্তী রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সুবিধা ভোগী দল বিএনপির এক সময়কার প্রিয় শ্লোগান "বিদেশে আমাদের বন্ধু আছে, প্রভু নাই"। বিদেশী বহু রাষ্ট্রের সার্টিফিকেট বিএনপির ঘরে জমা। দুই/এক বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারকে দেয় এরকম একটি সনদপত্র, যাতে বাংলাদেশ এবং জামাতকে যথাক্রমে "মধ্যপন্থী মুসলিম দেশ" এবং "মুসলিম গণতান্ত্রিক দল" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, যা প্রদর্শন করতঃ জোট সরকার কৃতিত্ব দাবী করে। ভারতীয় পণ্যের বাংলাদেশে প্রবেশের অবাদ সুযোগ বিএনপি কর্তৃক দেয়া সত্ত্বেও জোট সরকার প্রতিপক্ষকে ভারতের দালাল বলে গালি দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না । তাই এরকম একটি জোট সরকার যখন ক্ষমতায় তখন বাংলাদেশের কোন সমস্যা হবার কথা নয়। তাদের হাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিরাপদ হওয়ার কথা। কিন্তু কয়েক দিন আগে সংসদে দেয় প্রধান-মন্ত্রীর ভাষণে উল্টা সুর শোনা গেল।

আওয়ামী লীগ, দাতাদেশ ও দাতাসংস্থা সমূহ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং দাতারা বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয় হস্তক্ষেপ করছে বলে প্রধান-মন্ত্রী তার ভাষণে উল্লেখ করলেন। পরের দিন অর্থ-মন্ত্রী, যিনি দাতাদের দেয় উন্নয়ণ প্রেসক্রিপসন বাস্তবায়নে সদা প্রস্তুত থাকেন, হুঙ্কার দিয়ে বল্লেন, যে দাতাদেশ ও সংস্থা বিএনপি ষ্টাইল গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা রাখতে পারবে না, তারা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে পারেণ। ঢাকাস্থ জার্মান ও ডেনর্মাক রাষ্ট্রদূতদেরকে প্রত্যাহারের জন্য বাংলাদেশ সরকার সংশ্লিষ্ট দেশ সমূহকে চিঠি দিবে বলে শোনা যাচ্ছে। অস্ত্র চোরাচালান ও বিভিন্ন সময় গ্রেনেড হামলার তদান্তে ব্যর্থতা, আইন বহির্ভূত ভাবে র‍্যাব কর্তৃক লোক হত্যা, প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের প্রতি অসহিষ্ণু আচরণ ও অকার্যকার সংসদ সংক্রান্ত বিষয় সোচ্চার হওয়ায় ইউরোপীয়ান দাতা দেশ সমূহকে জোট সরকার সহ্য করতে পারছে না। মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে কালা-পাহাড় উল্লেখ করে জামাত দলীয় মন্ত্রী নিজামী বিষাদগার করলেন। নিরাপত্তাহীনতার কারনে সার্ক সম্মেলনে আসতে ভারত অনিচ্ছা প্রকাশ করলে জোট সরকার বেকায়দায় পড়ে। দলীয় স্বার্থে তাওয়াইনের সাথে বাংলাদেশ ব্যবসা আরম্ভ করায় চীন বিরক্ত। এখন দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ বর্তমানে বন্ধুহীন।

সংসদে কথা বলতে দেয়া হয় না, মাইক বন্ধ করে দেয়া হয় অভিযোগ করে আওয়ামী লীগ সংসদ বর্জন করছে। নিজ ব্যবসা বানিজ্যের তদ্বিরে ব্যস্ত থাকেন বিধায় সরকারী দলের প্রায় ২০০ এর অধিক সাংসদরা সংসদে উপস্থিত হন না। সংসদের কোরামের জন্য প্রয়োজন ৬০ জন সদস্যের। ৬০ সদস্য বিশিষ্ট জোট সরকারের প্রধান-মন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভার সদস্যরা নিয়মিত সংসদে যোগ দেন না, ফলে সংসদে কোরাম বিহীন ভাবে আইন পাশ হয়। এই হলো বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বর্তমান হাল-হকিকত। উন্নয়নের জোয়ারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র মূল্যের উর্ধ্ব গতির ফলে সাধারণ মানুষ দিশাহারা। অথচ ৯০ দশকে এই বাংলাদেশকে উন্নয়ণশীল দেশ ভাবা হতো এবং সিঙ্গাপুরের পরই তার স্থান ছিল। খাদ্যে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি ও ভারতের সাথে পানি বন্টন চুক্তি আন্তর্জাতিক ভাবে প্রশংসিত হয়েছিল।

মৌলবাদের উত্থান এবং মুক্তচিন্তার মানুষদেরকে অহরহ মুরদাত ও ইসলামের অমনোপুত ব্যাখ্যাকারীকে অমুসলমান ঘোষণা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, শান্তি প্রিয় মানুষের ধর্য্যচ্যুতি ঘটিয়েছে।

কিবরিয়া হত্যা তদান্ত রিপোর্টে সিলেটবাসী এক প্রভাবশালি মন্ত্রী, প্রধান-মন্ত্রীর এক রাজনৈতিক সচিব ও বিশেষ এক ভবনের সম্পৃক্ততার ইঙ্গিত বহন করছে। চট্টগ্রাম অস্ত্র চোরাচালন তদান্তে প্রধান-মন্ত্রীর আর এক রাজনৈতিক সচিব ও জোট সরকারের এক মন্ত্রীর প্রতি আঙ্গুল প্রদর্শন করছে। ধৃত ১০ ট্রাক অস্ত্র আসামের বিদ্রোহী গোষ্ঠি উলফার জন্য নিয়ে আসা ভারতের অভিযোগ ও তদন্তে তাদের সহযোগীতা গ্রহনে অনিচ্ছা এবং নিরাপেক্ষ তদান্তে জোট সরকার অনাগ্রহ মানুষকে সরকারের প্রতি সন্দিহান করে তুলছে। দেখা যাচ্ছে সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ট জোট সরকার বাংলাদেশকে অকার্যকর বা ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার শেষ প্রান্তে নিয়ে এসেছে । দেশ ও প্রশাসনকে অকার্যকর করে কার স্বার্থ রক্ষা করে চলছে জোট সরকার? বিশ্ব রাজনীতিতে একটি কথা চালু আছে, "মার্কিন প্রশাসন যার মিত্র, তার শত্রুর প্রয়োজন নেই"। কারণ প্রয়োজন শেষে মার্কিনেরা মিত্রকে কলার ছোলার মত ছুড়ে ফেলে দেয়। তবে কি জোট সরকারকে ছুড়ে ফেলে দেয়ার সময় আগত, না সমঝোতা নাটক?

আধুনা আওয়ামী লীগকে ভারতের দালাল প্রমানে জোট সরকার সোচ্চার। তাই মার্কিন নিবাসি বেচারা জয়কে প্রনব মুখার্জির সাথে কাল্পনিক সাক্ষাৎ ঘটিয়ে গোয়েবেলসি প্রচার চালিয়ে মাঠ গরম করার চেষ্টা চলছে। তবে জোট সরকার ভুলে গেছেন ৭০ দশকে অপপ্রচার চালিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা গেলেও বর্তমানে ঐ অস্ত্র ব্যর্থ। কারণ সাধারণ বাঙ্গালীরা অনেক চালাক হয়ে গেছে। বাংলাদেশের প্রতিবেশী বর্তমান ভারত পৃথিবীর উদয়মান একটি শক্তিধর দেশ। তার সাথে শত্রুতা নয়, বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে চলাই বাংলাদেশের জন্য শ্রেয়। ভারতে প্রগতিশীল সরকার অধিষ্ঠ থাকলে বাংলাদেশ কিছুটা শান্তিতে থাকতে পারবে। তবে বিজেপির মত দল ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করলে, তারা বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তিকে মাথাচারা দিয়ে উঠার জন্য উৎসাহীত করবে।

ভারত সফর কালে কন্ডোলিৎসা রাইস পাইপ লাইনের মাধ্যমে মার্কিন শত্রু ইরাণ থেকে ভারতের গ্যাস ক্রয় সংক্রান্ত বিষয় তাদের নেতিবাচক মনোভাব জানিয়ে দিয়েছেন। তবে ভারতের পড়শি দেশের অশান্ত রাজনৈতিক অবস্থা তার সমস্যা হতে পারে জেনে সহযোগীতার হাত বাড়িয়েছেন। তাই রাইস পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র ও সমস্যা সঙ্কুল দেশ হিসাবে উল্লেখ করে ভারতের সাথে যৌথভাবে উক্ত দেশ সমূহের সমস্যা সমাধানে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। উল্লেখিত এই দেশগুলির রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় তাদের বর্তমান সমস্যা সৃষ্টির ইন্ধন যোগিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন।

বৃটিশ উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের পতনের মতো অস্তগামী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে এতদাঞ্চলের উপর  ভারতের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার এবং উদয়মান সমিরিক শক্তি চীনকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করছে। ভারতের কাছে ওরিয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রযুক্তি বিক্রির প্রক্রিয়া মার্কিনীদের বিবেচনাধীন। শুধু ভারতের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা নয়, গোটা অঞ্চলের কথা মাথায় রেখে দু'দেশের সামরিক সহযোগিতা জোরদার করা হবে বলে রাইস উল্লেখ করেণ। ভারতকে মার্কিন সামরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্য হলো তাকে নিজ শক্তি বলয় নিয়ে আসা। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা আরো বৃদ্ধির পাওয়ার উজ্জল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

সেতারা হাশেম ০৩/২৫/০৫